তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১২

**গৃহে অবস্থানকালীন সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি পরিদর্শনের পরামর্শ**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

বর্তমানে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জনসমাগম পরিহারপূর্বক সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যার যার ঘরে অবস্থান এ মহামারী ভাইরাসের বিস্তার রোধে বিশ্বব্যাপী অন্যতম কার্যকর পন্থা হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশ সরকার এ ভাইরাসের বিস্তার রোধে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সার্বক্ষণিক গৃহে অবস্থানের জন্য সাধারণ ছুটি দীর্ঘায়িতকরণ, আক্রান্ত বিভিন্ন এলাকা লক ডাউন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রভৃতি।

গৃহে অবস্থানকালে জনসাধারণের মূল্যবান সময়কে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ হতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি পরিদর্শনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, যার ওয়েব ঠিকানা-[vt.bnm.org.bd](http://vt.bnm.org.bd/) এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম-সহ সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

#

ফয়সল/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১১

জনপ্রতিনিধিদের প্রতি স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

**ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম করলে বরখাস্ত ও ফৌজদারি মামলাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, করোনা ভাইরাসজনিত কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রয়োজনে বরখাস্ত ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর মিন্টো রোডে তাঁর সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও করোনা ভাইরাসজনিত প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জারিকৃত অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে শহর ও গ্রামে বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়-রোজগারের পথ বদ্ধ হয়ে পড়েছে। উদ্ভুত পরিস্হিতিতে সকল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খাদ্য সহায়তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্হা এবং স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব অর্থায়নে ত্রাণ কার্যক্রম যেমন-চাল, নগদ অর্থ, শিশু খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা/অনুশাসনের আলোকে স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তৃণমূল পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়, কোথাও কোথাও স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম/দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন।

এরূপ অনিয়ম/দুর্নীতিতে জড়িত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সাময়িক বরখাস্তকরণ, তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু-সহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে অনিয়ম/দুর্নীতির বিষয়ে সুনিদিষ্ট তথ্য-প্রমাণ-সহ প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে স্হানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ জন্যও অনুরোধ করা হয়।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১০

**মুসলিম রাষ্ট্রদূতগণ দরিদ্রদের জন্য ৬ টন খাদ্য সহায়তা দিলেন**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল):

করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের জন্য ৬ টন খাদ্য প্রদান করলেন বাংলাদেশে কর্মরত মুসলিম রাষ্ট্রদূতগণ।

আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের উপস্থিতিতে ঢাকার জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খানের নিকট ব্যক্তি পর্যায়ের এ খাদ্য সহায়তা হস্তান্তর করা হয়। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ ধরনের উদ্যোগের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রদূতগণকে সাধুবাদ জানান ।

এ খাদ্য সহায়তা হস্তান্তরের সময় মুসলিম রাষ্ট্রদূতগণের Yousef Essa Alduhailan, মিশরের রাষ্ট্রদূত Walid Ahmed Shamseldপক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূত Yousef S Y Ramadan, সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত Essa in এবং ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত Rina Prihtyasmiarsi Soemarno.

এ সময় মুসলিম রাষ্ট্রদূতগণের পক্ষে প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৯

**বিসিক শিল্পনগরীতে সার্ভিস চার্জ আদায় তিন মাসের জন্য স্থগিত**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল):

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর আওতাধীন শিল্পনগরীগুলোতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটের সব ধরনের সার্ভিস চার্জ আদায় আগামী তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

আজ বিসিকের এক অফিস আদেশে এ কথা জানানো হয়।

বিশ্ব মহামারীখ্যাত কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে দেশের শিল্পায়নের ধারাকে গতিশীল রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর আওতায় বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত সকল শিল্প ইউনিটের ২০১৯ সালে বৃদ্ধিকৃত সার্ভিস চার্জ-সহ অন্যান্য চার্জ আদায় আগামী তিন মাস স্থগিত থাকবে।

সারা দেশে বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরী রয়েছে। শিল্পনগরী কর্মকর্তাগণকে এ আদেশ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সাথে এটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালকদের বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিসিক কর্তৃপক্ষ শিল্পনগরীসমূহ থেকে তিন ধরনের সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে। এ গুলো হলো-ভূমি উন্নয়ন ফি, পানির বিল এবং শিল্পনগরীসমূহের রাস্তা ঘাট, ড্রেনেজ, কালভার্ট (অবকাঠামো ও ইউটিলিটি) জন্য সার্ভিস চার্জ।

#

জলিল/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৮

**আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের নিষেধাজ্ঞা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে যাত্রী পরিবহনের (সিডিউল পেসেঞ্জার ফ্লাইট) ক্ষেত্রে বিমান চলাচল নিষেধাজ্ঞা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা বাহরাইন, ভুটান, হংকং, ভারত, কুয়েত, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য এ ১৬টি দেশের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

একই সাথে অভ্যন্তরীণ যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রেও বিমান চলাচল নিষেধাজ্ঞা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। কার্গো, ত্রাণ-সাহায্য, এয়ার এম্বুলেন্স, জরুরি অবতরণ ও স্পেশাল ফ্লাইট পরিচালনার কার্যক্রম চালু থাকবে।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

তানভীর/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৭

**গণমাধ্যম কর্মীদেরকে তথ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

বৈশ্বিক দুর্যোগের এ সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্মরত সকল গণমাধ্যমকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকশেষে বক্তব্যে তিনি বলেন, 'করোনার এই বৈশ্বিক দুর্যোগের সময় সংবাদকর্মীরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। এই পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা এবং জনগণের কাছে সঠিক সংবাদ পৌঁছানোর জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'একইসঙ্গে গুজবের বিরুদ্ধে মূলধারার মিডিয়াগুলো, টেলিভিশন ও পত্রিকা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে এজন্যও তাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।'

তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে কীভাবে সংবাদকর্মীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা দেয়া যায় এবং আজকে যে ঝুঁকির মধ্যে তারা কাজ করছেন এটার ক্ষেত্রেও কি করা যায় সেগুলো নিয়েও আমরা কাজ করছি।

'টেলিভিশন সাংবাদিকদের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াতে হচ্ছে, তারা একাজটি শুরু থেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন' উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'কয়েকজন সংবাদকর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অনেক সংবাদকর্মীকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে। সুতরাং তারা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। এই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কীভাবে তাদের সহায়তা করা যায়, স্বাস্থ্যসুরক্ষা দেয়া যায়, সেবিষয়ে আজ আলোচনা হয়েছে।'

'অনেক টেলিভিশন থেকে বেতন-ভাতা দেয়া হয়নি বলে আজকে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার আমাকে জানিয়েছে' জানিয়ে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'আমি সব টেলিভিশন চ্যানেলের পরিচালনা পর্ষদকে অনুরোধ জানাব, যাদের বেতন ভাতা দেয়া হয়নি এই পরিস্থিতিতে আপনাদের কোনো কারণে অসুবিধা হলেও তাদের বেতন-ভাতা একইসঙ্গে বকেয়া পরিশোধ করে দেয়ার জন্য।'

ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার সভাপতি রেজওয়ানুল হক রাজার নেতৃত্বে সেন্টার সচিব শাকিল আহমেদ এবং সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, নজরুল কবীর ও শাহনাজ শারমিন বৈঠকে অংশ নেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৬

**টিসিবি’র পণ্য নিয়ে অনিয়ম করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ বাণিজ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

টিসিবি’র ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রয় নিয়ে যে কোনো অনিয়ম করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

টিসিবি’র ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রয় নিয়ে কোনো কোনো স্থানে কিছু অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। মন্ত্রীর নির্দেশে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। টিসিবি’র ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

এরপরও এ ধরনের অনিয়মের সাথে কেউ জড়িত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য টিসিবিকে নির্দেশ দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

বিগত ৭ এপ্রিল এ বিষয়ে টিসিবি থেকে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর, র‌্যাব ও পুলিশ প্রশাসনকে সংঘটিত অনিয়মের যে কোনোঅভিযোগ টিসিবি’র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের প্রচার মাধ্যমে কোনো অনিয়ম প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট ডিলার ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে টিসিবি’র ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। বিগম মার্চ মাস থেকে এ পর্যন্ত অনিয়মের অভিযোগে ৯ জন ডিলারের লাইসেন্স বাতিল-সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দুইটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, আরো ৪ জনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

#

বকসী/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৫

**ওএমএসের চাল বিক্রয়ে অনিয়ম করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত কেজি প্রতি ১০ টাকা মূল্যে ওএমএস এর চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ওএমএসের চাল কালোবাজারির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরকে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

সব জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের (আরসি ফুড) কাছে পাঠানো পত্রে খাদ্যমন্ত্রী এ নির্দেশনা প্রদান করেন।

পত্রে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, বর্তমানে বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)- এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এর সংক্রমণ দেখা দিয়েছে এবং এর প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ২৫ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ওএমএস খাতে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি কেজি চালের মূল্য ৩০ টাকার স্থলে ১০ টাকা নির্ধারণ করার ঘোষণা দেন। তৎপ্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ওএমএস খাতে চালের মূল্য কেজি প্রতি ১০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। তাই খাদ্য মন্ত্রণালয় সরকার কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ ছুটির কারণে গৃহে অবস্থানকারী সাধারণ শ্রমজীবী, দিনমজুর, রিক্সাচালক, ভ্যানচালক, পরিবহণ শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, চায়ের দোকানদার, ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও অন্যান্য সকল কর্মহীন মানুষের জন্য ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির কার্যক্রম গ্রহণ করে।

এ কর্মসূচির আওতায় ঢাকা মহানগর-সহ দেশব্যাপী বিভাগীয় ও জেলাশহর এবং জেলাশহর বহির্ভূত পৌরসভাসমূহে সপ্তাহে প্রতি রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা হতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত বিক্রয় কার্যক্রম চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধির উপস্থিতি/ তদারকিতে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। একজন ভোক্তা সপ্তাহে একবার মাত্র ৫ কেজি চাল ক্রয় করতে পারবে। ওএমএস কেন্দ্রসমূহ নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী, শ্রমজীবীদের বসবাস কেন্দ্রের নিকটস্থ বস্তি এলাকায় অথবা পর্যাপ্ত খালি জায়গা আছে এমন স্থানসমূহকে অস্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পত্রপত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে কতিপয় ব্যক্তি ওএমএসের চাল কালোবাজারে বিক্রি করছে। ইতোমধ্যে দেশের কয়েকটি জায়গায় ওএমএসের চাল-সহ কয়েকজন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরাও পড়েছে। তিনি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি/ওএমএস কার্যক্রমে যে কোনো প্রকার অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দেন।

#

সুমন/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৪

**নতুন ৩টি করোনা আইসোলেশন সেন্টার হচ্ছে  
 -- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, করোনা মোকাবিলায় রাজধানীতে আরো তিনটি করোনা আইসোলেশন সেন্টার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ঢাকায় আরো সাড়ে ৪ হাজার করোনা আইসোলেশন বেড বৃদ্ধি পাবে।

আজ ঢাকায় মহাখালীতে ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের মিলনায়তনে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

করোনা আইসোলেশন সেন্টার ও শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রসঙ্গে মন্ত্রী তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম ও শয্যাসংখ্যা উল্লেখ করে আরো বলেন, বর্তমানে সরকার নতুন আরো ৩টি প্রতিষ্ঠানকে করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে সুসজ্জিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। যাদের মধ্যে বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে ২০০০ বেড, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কনভেনশন সেন্টারে ১৩০০ বেড ও উত্তরার দিয়াবাড়ি ৪টি বহুতল ভবনে ১২০০ বেড-সহ মোট সাড়ে ৪ হাজার করোনা আইসোলেশন বেড দ্রুতই প্রস্তুত করা হচ্ছে। এগুলোর পাশাপাশি ঢাকার সরকারি মুগদা হাসপাতাল, নিটোর হাসপাতাল-সহ আরো বেশ কিছু হাসপাতাল করোনা মোকাবিলায় প্রস্তুত করা হবে। অন্যদিকে দেশের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও পিপিই সরবরাহ-সহ নানাভাবে সরকারকে সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই ভাইরাসকে মোকাবিলায় সরকার প্রস্তুত রয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত ঢাকা শহরে সরকারি ও প্রাইভেট হাসপাতালে মোট ১৫৫০ বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪০০ বেড সরকারি ও ১৫০ বেড ব্যক্তি মালিকানাধীন হাসপাতালের। এছাড়া দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৬৭৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৪৮টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৫০টি, বরিশাল বিভাগে ৪৮৩টি, সিলেট বিভাগে ১১৮টি, রাজশাহী বিভাগে ১২০০টি, খুলনা বিভাগে ১৮০টি ও বরিশাল বিভাগে ৭৮৭টি শয্যা-সহ সারা দেশে মোট ৬৬৯৩টি শয্যা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যই আলাদাভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার ব্রিফিংকালে করোনায় সম্প্রতি দেশের চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, পুলিশ, সেনাসদস্য, গণমাধ্যমকর্মী-সহ অনেক পেশাজীবী তাদের কাজে নিয়োজিত অবস্থায় আক্রান্ত হচ্ছেন জানিয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

ব্রিফিংকালে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ ও আইইডিসিআর’র পরিচালক মীরজাদি সেব্রিনা ফ্লোরাও উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৩

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল) :

রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৫৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪৮২ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ জন-সহ এ পর্যন্ত এ রোগে ৩০ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

এদিকে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ টি জেলায় ৯ এপ্রিল পর্যন্ত শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ২৮ কোটি ৪৫ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ এবং ৬৫ হাজার ৯ শত ৬৭ মেট্টিক টন জিআর চাল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

#

তাসমীন/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০২

**টিভি সাংবাদিক-কর্মীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও বকেয়া-সহ বেতন নিশ্চিত করার আহ্বান তথ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক ও কর্মীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করা ও বকেয়া-সহ বেতন-ভাতাদি পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকশেষে এ আহ্বান জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, 'করোনার এই বৈশ্বিক দুর্যোগের সময় সংবাদকর্মীরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। টেলিভিশন সাংবাদিকদের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। তারা এ কাজটি শুরু থেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন।'

ইতোমধ্যে কয়েকজন সংবাদকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'অনেক সংবাদকর্মীকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে। সুতরাং তারা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। এই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কীভাবে তাদের সহায়তা করা যায়, স্বাস্থ্যসুরক্ষা দেয়া যায়, সে বিষয়ে আজ আলোচনা হয়েছে।'

এই পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা এবং জনগণের কাছে সঠিক সংবাদ পৌঁছানোর জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'একই সঙ্গে গুজবের বিরুদ্ধে মূলধারার মিডিয়াগুলো, টেলিভিশন ও পত্রিকা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে এজন্যও তাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।'

'অনেক টেলিভিশন থেকে বেতন-ভাতা দেয়া হয়নি বলে আজকে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার আমাকে জানিয়েছে' জানিয়ে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'আমি সব টেলিভিশন চ্যানেলের পরিচালনা পর্ষদকে অনুরোধ জানাব, যাদের বেতন-ভাতা দেয়া হয়নি এই পরিস্থিতিতে আপনাদের কোন কারণে অসুবিধা হলেও তাদের বেতন-ভাতা একইসঙ্গে বকেয়া পরিশোধ করে দেয়ার জন্য।'

ড. হাছান আরো বলেন, Ôসরকারের পক্ষ থেকে কীভাবে সংবাদ কর্মীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা দেয়া যায় এবং আজকে যে ঝুঁকির মধ্যে তারা কাজ করছেন এটার ক্ষেত্রেও কী করা যায় সেগুলো নিয়েও আমরা কাজ করছি।Õ

ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার সভাপতি রেজওয়ানুল হক রাজার নেতৃত্বে সেন্টার সচিব শাকিল আহমেদ এবং সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, নজরুল কবীর ও শাহনাজ শারমিন বৈঠকে অংশ নেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৬৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০১

**গণপরিবহণ ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল)

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ ছুটি ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করায় দেশব্যাপী চলমান গণপরিবহণ বন্ধের সিদ্ধান্ত আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করেছে সরকার।

তবে জরুরি পরিসেবাসমূহ, খাদ্যদ্রব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, জ্বালানি, ঔষধ, ঔষধশিল্প ও চিকিৎসা বিষয়ক সামগ্রী পরিবহণ, কৃষিপণ্য, সার ও কীটনাশক, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, শিশুখাদ্য, জীবনধারণের মৌলিক উপাদান উৎপাদন ও পরিবহণ, গণমাধ্যম ও ত্রাণবাহী পরিবহণ এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। তবে পণ্যবাহী যানবাহনে যাত্রী পরিবহণ করা যাবে না।

আজ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

নাছের/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা